Todays' Capital Market News Clippings

January 09, 2017

Sl. No	Focus on Bulletin	Sources	Page No.
1	দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী গুজবে বিনিয়োগ করলে দায় নিতে হবে নিজেকে	Daily Prothom-alo	2
2	১০ দিন পর শেয়ারবাজারে মূল্য সংশোধন	Daily Prothom-alo	2
3	সাংবাদিকদের অর্থমন্ত্রী বিদেশি অংশীদারদের চাপে ইসলামী ব্যাংকে পরিবর্তন	Daily Prothom-alo	3
4	'সরকারের বড় বড় প্রকল্পে অর্থ দিতে প্রস্তুত পুঁজিবাজার'	Arthosuchak	3
5	'পুঁজিবাজারের উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে'	Arthosuchak	4
6	'২ বছরের মধ্যে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে পুঁজিবাজার'	Arthosuchak	5
7	কেনিয়াতে হচ্ছে স্কয়ারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান	Arthosuchak	6
8	২৮ জেলায় উন্নয়ন মেলা শুরু আজ; অংশ নিচ্ছে বিএসইসি	Arthosuchak	6
9	ঢাকা ইন্সুরেন্সে সরকারি শেয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি!	Daily Stockbangladesh	7
10	তালিকাভুক্তিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে চাপ দেওয়া হবে: অর্থমন্ত্রী	sharenews24.com	8
11	জিডিপির ৫০ শতাংশ অবদান রাখবে পুঁজিবাজার: মাজেদুর রহমান	sharenews24.com	8
12	Economy to stay stable	The Dailystar	9

1	দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী গুজবে বিনিয়োগ করলে দায় নিতে হবে নিজেকে	Daily Prothom-alo

পুঁজিবাজারে গুজব, হুজুগ ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ না করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'কেউ যদি গুজব ও একটা সাধারণ ধারণার ওপর নির্ভর করে কোনো বিনিয়োগ করেন, তার জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হন, সেখানে কার দোষ? যিনি করবেন তাঁর। এ জন্য আমি বারবার বলব, যাঁরা বিনিয়োগ করবেন তাঁরা অবশ্যই কোন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করছেন, তাদের আর্থিক অবস্থা কী, তাদের কী কী সক্ষমতা আছে, সবকিছু তথ্য নিয়ে বিনিয়োগ করবেন।'

প্রধানমন্ত্রী গতকাল রোববার সকালে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) 'দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম'-এর উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) গতকাল সকালে এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। স্বাগত বক্তব্য দেন বিএসইসির চেয়ারম্যান এম খায়রুল হোসেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বাঙালি, আমাদের সাধারণ চরিত্র হচ্ছে হুজুগে মাতা। আমরা হঠাৎ হুজুগে মেতে এমন করে ফেলি, শেষে সবকিছু হারিয়ে হায় হায় করি। যেখানে-সেখানে একটা বিনিয়োগ করে তারপর সব হারিয়ে...তারপর আসে কী, সব দোষ সরকারের, সব দোষ অর্থমন্ত্রীর, এটা যেন না হয়।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সঞ্চিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারার সক্ষমতা অর্জনে বিনিয়োগ শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগ শিক্ষার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা অনেক সময় তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্য সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন না। তাই সর্বস্তরের বিনিয়োগকারীর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যৌক্তিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের কলাকৌশল সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিএসইসির "দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের" উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।'

বিএসইসি দেশে প্রথমবারের মতো বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। গতকাল সেটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্মিত বিএসইসির নিজস্ব ১০ তলা আধুনিক ভবনেরও উদ্বোধন করেন। ভবন উদ্বোধন করে সেখান থেকে বিআইসিসিতে মূল আয়োজনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে, বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এবং তার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে বেশ কয়েকটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনও তৈরি করেছে বিএসইসি। গতকালের অনুষ্ঠানে দুটি বিজ্ঞাপন চিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী পুঁজিবাজারের উন্নয়নে তাঁর সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে বলেন, এসব পদক্ষেপের ফলে পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীর আস্থা বেড়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার দ্রুত বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পুঁজিবাজারের উন্নয়নে তাঁর সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুঁজিবাজার হবে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থায়নের এক নির্ভরযোগ্য উৎস।

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি স্টক এক্সচেঞ্জ ও তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাজারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বাজার গড়ে তুলবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বাগত বক্তব্যে বিএসইসির চেয়ারম্যান বাংলাদেশে কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেন। এর জবাবে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পুঁজিবাজার যে মানে পৌঁছেছে তাতে এখন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ওপর তালিকাভুক্তির চাপ তৈরি করতে পারব।' এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার কথাও বলেন মন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, 'বর্তমান সরকারের মেয়াদ পূর্তির আর দুই বছর বাকি। এ সময়ে পুঁজিবাজার আরও শক্ত ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে– এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

http://www.prothom-alo.com/economy/article/1055457

2	১০ দিন পর শেয়ারবাজারে মূল্য সংশোধন	Daily Prothom-alo

টানা ১০ দিন পর দেশের শেয়ারবাজারে কিছুটা মূল্য সংশোধন হয়েছে গতকাল রোববার। এদিন প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স প্রায় ২৪ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১৫৯ পয়েন্টে।

অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচকটি এদিন প্রায় ১১০ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৮২৯ পয়েন্টে। দুই বাজারে এদিন লেনদেনও আগের দিনের চেয়ে কমেছে। ঢাকার বাজারে লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৫ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ১৭০ কোটি টাকা কম। সিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ১৪ কোটি টাকা কম।

ঢাকার বাজারে গতকাল লেনদেনের শীর্ষস্থানটি দখলে ছিল আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বেসরকারি খাতবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকোর। এদিন এককভাবে কোম্পানিটির প্রায় ৫৩ কোটি টাকার শেয়ারের হাতবদল হয়, যা ডিএসইর মোট লেনদেনের প্রায় ৫ শতাংশ। ডিএসইতে লেনদেনে দ্বিতীয়তে ছিল পেনিনসুলা হোটেল। এদিন এককভাবে কোম্পানিটির ৩৩ কোটি টাকার শেয়ারের হাতবদল হয়। লেনদেনের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা দুই কোম্পানির মধ্যে বেক্সিমকোর শেয়ারের দাম কমলেও বেড়েছে পেনিনসুলার। বেক্সিমকোর প্রতিটি শেয়ারের দাম দিন শেষে গতকাল ২০ পয়সা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০ টাকা ২০ পয়সায়। পেনিনসুলার প্রতিটি শেয়ারের দাম আগের দিনের চেয়ে ৫০ পয়সা বেড়ে ৩৯ টাকা ৯০ পয়সা হয়েছে।

http://www.prothom-alo.com/economy/article/1055461

3	সাংবাদিকদের অর্থমন্ত্রী বিদেশি অংশীদারদের চাপে ইসলামী ব্যাংকে পরিবর্তন	Daily Prothom-alo

বিদেশি অংশীদারদের চাপেই ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। সচিবালয়ে গতকাল রোববার মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী এ কথা বলেন।
ইসলামী ব্যাংকে হঠাৎ পরিবর্তনকে কীভাবে দেখছেন জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী প্রথমে বলেন, এ বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান না। পর মুহূর্তেই আবার বলেন, 'আমাকে এটা আগে দেখতে হবে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। শিগগির আমি কথা বলব। তবে যা হয়েছে আমার কাছে ভালোই মনে হচ্ছে।' ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বিদেশি অংশীদার ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি), জেদ্দা–এ কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, আইডিবির প্রেসিডেন্ট তাঁদের হাতে থাকা ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার দুই বছর আগেই তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। তারপর থেকেই এটা নজরদারির মধ্যে ছিল।
শুধু দেশি নয়, বিদেশি অংশীদারদের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে বলে জানান মুহিত। বলেন, 'নতুন বিদেশি অংশীদার এসেছে। তাদের চাপেই অনেক কিছু হয়েছে। মালিকানায় পরিবর্তন আসায় এখন তারা থাকবে।' গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হঠাৎ পদত্যাগ করেন। একই দিন এসব পদে নতুন লোক নিয়োগ দেওয়া হয়।
বড় ধরনের এ পরিবর্তনে ব্যাংকের কার্যক্রমে কোনো প্রভাব পড়বে কি না জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'না, প্রভাব পড়বে না। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসায়ের দিক থেকে দেশের এক নম্বর ব্যাংক। আমার কাছে তথ্য হচ্ছে গ্রাহকদের তারা ভালো সেবা দেয়। তবে আগে থেকেই কিছু প্রশ্ন ছিল যে ব্যাংকটির মুনাফার টাকা কোথায়, কোথায় যায় এবং কীভাবে এগুলো ব্যবহার করা হয়।' অনেকেই সন্দেহ করছেন ইসলামী ব্যাংক একটি দেশীয় ব্যবসায়ী গ্রুপের দখলে চলে যাচ্ছে–এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী প্রথমে বলেন, 'না, কোনো ব্যবসায়ী গ্রুপের হাতে চলে যাচ্ছে না।'

এ সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশে পাল্টা প্রশ্ন করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ব্যবসায়ী গ্রুপের হাতে চলে যাচ্ছে? আমি জানি না। বলতে পারি না। এখনো বলতে পারি না যে কোন কোন গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে জড়িত আছে।'

ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনার শীর্ষ পদেও পরিবর্তন আসবে কি না জানতে চাইলে মুহিত বলেন, 'আমি জানি না। তবে সাধারণ জ্ঞান বলে যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও এমডির বদল হলে ব্যবস্থাপনায়ও বড় পরিবর্তন আসার কথা।'

http://www.prothom-alo.com/economy/article/1055455

4	'সরকারের বড় বড় প্রকল্পে অর্থ দিতে প্রস্তুত পুঁজিবাজার'	Arthosuchak

সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারে সংস্কারের ফলে এর সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে উল্লেখ করে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড.এম. খায়রুল হোসেন বলেছেন, সরকারের বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ দিতে প্রস্তুত পুঁজিবাজার। সাম্প্রতিক সময়ে সংস্কারের কারণেই পুঁজিবাজারে এ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের ফলক উন্মোচন উপলক্ষে আজ রোববার বেলা পৌনে ১১টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের ফলক উন্মোচন ও দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড.এম. খায়রুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত।

এম. খায়রুল হোসেন বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারে অনেক সংস্কার হয়েছে। সংস্কাররে ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশের পুঁজিবাজার সম্ভবনাময়। এ বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ অনেক বেশি। এ আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে পদ্ম সেতুর মতো বড় প্রকল্পের জন্য পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে সরকার। সরকারের বড় বড় প্রকল্পে অর্থের যোগান দিতে প্রস্তুত পুঁজিবাজার।

তিনি আরও বলেন, আমাদের বাজারে নারী বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বর্তমানে নারী বিনিয়োগকারী সংখ্যা প্রায় ৮ লাখ। সংস্কারের কারণে পুরাতন বিনিয়োগকারীরা নতুন করে বাজারে আসছেন। আগে যেখানে দৈনিক ৩ কোটি টাকার লেনদেন হতো, এখন সেখানে দৈনিক হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হচ্ছে।

আয়-ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে শেয়ারের দাম বাড়লে বা কমলে কোনো সমস্যা নেই বলেও মন্তব্য করেন খায়রুল ইসলাম।

দেশীয় ভালো কোম্পানি ও বহুজাতিক কোম্পানির পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পৃথীবির বিভিন্ন দেশে বহুজাতিক কোম্পানিকে ব্যবসা করতে হলে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত করার শর্ত থাকে; আমাদের দেশে এমনটি নেই। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তালিকাভুক্ত হলে একদিকে বিনিয়োগকারীরা লাভবান হবে, অন্যদিকে দেশের রাজস্ব আয়ও বাড়বে।

বিএসইসির চেয়ারম্যান বলেন, স্বল্পমূলধনী কোম্পানিগুলোকে বাজারে তালিকাভুক্ত করার জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করেছি। এতে দেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতে মূলধনের যোগান বাড়বে। পুঁজিবাজারের উন্নয়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলক উন্মোচনের পর দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন তিনি। একই সময়ে দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

ঢাকার শেরেবাংলা নগরে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে শূন্য দশমিক ৩৩ একর জমিতে ‘সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন’ নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর শেখ হাসিনা এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

নকশা অনুযায়ী, ১০ তলা এ ভবনের মোট আয়তন ৮৯ হাজার ২৫০ বর্গফুট। বিএসইসির নিজস্ব অফিস ছাড়াও আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হল, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারের এজলাস, লাইব্রেরি, ডে-কেয়ার সেন্টার ও ক্যান্টিন থাকবে এ ভবনে।

মতিঝিলের পুরনো অফিস থেকে ধাপে ধাপে কমিশনের সব কার্যক্রমই নতুন ভবনে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

http://www.arthosuchak.com/archives/313245

5	‘পুঁজিবাজারের উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে’	Arthosuchak

পুঁজিবাজারে উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ রোববার বেলা পৌনে ১১টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে নবনির্মিত সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার উন্নত অর্থনীতি গড়ে তোলার অন্যতম শর্ত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশে পুঁজিবাজারের অবদান বাড়ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করতে শিল্প ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে দীর্ঘমেয়াদীয় বিনিয়োগের অন্যতম উৎসব হিসেবে পুঁজিবাজারের সুদৃঢ় অবস্থান আমাদের কাম্য।

তিনি বলেন, দারিদ্র বিমোচনের মূল চালিকাশক্তি অর্থনৈতিক উন্নতি। আর্থিক খাতের অন্যতম স্তম্ভ পুঁজিবাজারের বিকাশে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। একটি স্থিতিশলী, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ফলে পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বেড়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার দ্রুত বিকাশমান সম্ভবনাময় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, উন্নয়নের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের আগেই মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে পৌঁছাবে বাংলাদেশ

ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার আগে কোম্পানির বার্ষিক আয়, আর্থিক বিবরণী, উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হবে।

তিনি বলেন, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর সরকার ও অর্থমন্ত্রীকেই দায়ী করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা। মূলত পুঁজিবাজার সম্পর্কে কোনো জ্ঞান অর্জন না করে বিনিয়োগ করার ফলেই ক্ষতির মুখে পড়ে তারা।

এর আগে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নতুন ভবনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলক উন্মোচনের পর দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বিএসইসির চেয়ারম্যান এম. খায়রুল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার শেরেবাংলা নগরে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে শূন্য দশমিক ৩৩ একর জমিতে ‘সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন’ নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর শেখ হাসিনা এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। একই সময়ে দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

নকশা অনুযায়ী, ১০ তলা এ ভবনের মোট আয়তন ৮৯ হাজার ২৫০ বর্গফুট। বিএসইসির নিজস্ব অফিস ছাড়াও আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হল, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারের এজলাস, লাইব্রেরি, ডে-কেয়ার সেন্টার ও ক্যান্টিন থাকবে এ ভবনে।

মতিঝিলের পুরনো অফিস থেকে ধাপে ধাপে কমিশনের সব কার্যক্রমই নতুন ভবনে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

http://www.arthosuchak.com/archives/313205

6	‘২ বছরের মধ্যে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে পুঁজিবাজার’	Arthosuchak

আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের পুঁজিবাজার শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের ফলক উন্মোচন উপলক্ষে আজ রোববার বেলা পৌনে ১১টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, কার্যক্রম শুরুর পর থেকে বেশকিছু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে আমাদের দেশের পুঁজিবাজার। বিশেষ করে ১৯৯৬ সাল এবং ২০১০ সালে আমাদের সরকারের আমলে দুইটি বড় ধসের ঘটনা ঘটেছে।

তিনি বলেন, ২০১০ সালে ধসের পর এর কারণ খতিয়ে দেখতে কাজ শুরু করি আমরা। পুঁজিবাজারের ইতিহাসে প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসেবে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে গিয়ে বৈঠক করি আমি। বৈঠকে আমার প্রথম প্রস্তাব ছিল, ব্যবস্থাপনা থেকে মালিকানা পৃথক করা। ওই সময় অনেকেই এতে বাধা দেয়। পরবর্তীতে সবার সহযোগিতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমরা কাজটি শেষ করি। ফলে আজকে বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিন্তে বাজারে আসছেন।

আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, বিনিয়োগ চাঙ্গা রাখতে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে পুঁজিবাজার। এখানে ব্যাংকের ভূমিকাও কম নয়। উন্নত দেশে ব্যাংক সব সময়ই স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদের বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তারা পুঁজিবাজারের দিকে ধাবিত হয়।

তিনি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পুঁজিবাজারের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে আমাদের সরকার। পুঁজিবাজারের উন্নয়নে কাজ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের পুঁজিবাজার শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে

অর্থমন্ত্রী বলেন, এক সময় বিনিয়োগকারী ও ব্রোকারদের আলাদা করা খুব কঠিন ছিল। সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জের বর্তমান কমিশনের নেতৃত্বে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে সেটি আলাদা করতে সক্ষম হয়েছি।

বহুজাতিক কোম্পানির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করতে হলে কোম্পানিগুলোকে সে দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে হয়। আমাদের অর্থনীতির অবস্থা বিবেচনা করে কোনো কোম্পানিকে আমরা চাপ সৃষ্টি করিনি। আগামী দিনে পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতার স্বার্থে এতে তালিকাভুক্তির জন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে চাপ দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলক উন্মোচনের পর দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন তিনি। একই সময়ে দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

ঢাকার শেরেবাংলা নগরে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে শূন্য দশমিক ৩৩ একর জমিতে 'সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন' নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর শেখ হাসিনা এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

নকশা অনুযায়ী, ১০ তলা এ ভবনের মোট আয়তন ৮৯ হাজার ২৫০ বর্গফুট। বিএসইসির নিজস্ব অফিস ছাড়াও আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হল, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারের এজলাস, লাইব্রেরি, ডে-কেয়ার সেন্টার ও ক্যান্টিন থাকবে এ ভবনে।

মতিঝিলের পুরনো অফিস থেকে ধাপে ধাপে কমিশনের সব কার্যক্রমই নতুন ভবনে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

http://www.arthosuchak.com/archives/313222

7	কেনিয়াতে হচ্ছে স্কয়ারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান	Arthosuchak

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে স্থাপন করা হবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ২০১৯ সালের জুনের মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠানটির কাজ শেষ করতে চায় স্কয়ার। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, কেনিয়াতে এ প্রকল্পে আনুমানিক ব্যয় হবে ২ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৮০ লাখ ডলার ইক্যুইটি ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে কোম্পানি থেকে দেওয়া হবে। আর বাকি টাকা ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে কোম্পানি সচিব খন্দকার হাবিবুল্লাহ অর্থসূচককে বলেন, আজকে পরিচালনা পর্ষদের সভায় কেনিয়াতে ব্যবসা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যে ব্যয় ধরা হয়েছে তার কিছু অংশ কোম্পানি থেকে দেওয়া হবে। বাকিটা ওই দেশের স্থানীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ১৯৯৫ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। সর্বশেষ হিসাব বছরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ৫০ লভ্যাংশ দিয়েছে। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ নগদ ও ১০ শতাংশ বোনাস।

'এ' ক্যাটাগরির এই কোম্পানিটিতে উদ্যোক্তা পরিচালকদের শেয়ার রয়েছে ৩৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে রয়েছে ১২ দশমিক ১৯ শতাংশ, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে রয়েছে ১৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ এবং ৩৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে।

http://www.arthosuchak.com/archives/313366

8	২৮ জেলায় উন্নয়ন মেলা শুরু আজ; অংশ নিচ্ছে বিএসইসি	Arthosuchak

সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত উন্নয়ন মেলা শুরু হচ্ছে আজ সোমবার। প্রথম পর্যায়ে দেশের ২৮টি জেলায় এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ওসব জেলার সরকারি, আধা সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে বেলা ৩টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য, উন্নয়নের জন্য গনতন্ত্র- শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র।

মেলায় অংশ নেওয়া প্রতিটি সংস্থা নিজ নিজ কর্মকাণ্ড তাদের স্টলের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

প্রথম পর্যায়ের জেলাগুলো হলো- ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার, কুমিল্লা, বগুড়া ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, নওগাঁ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুষ্টিয়া, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, ফেনী, যশোর, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

প্রথম পর্যায়ের মেলায় দেশের পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) স্টল থাকবে। মেলায় পুঁজিবাজার নিয়ে সরকারের গৃহীত ও বাস্তবায়িত পদক্ষেপ অর্থাৎ পুঁজিবাজারের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা তুলে ধরা হবে।

৩ দিনের এ মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিবাজার সম্পর্কে সচেতনতা, বিনিয়োগে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাজার সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার সুযোগ থাকবে বলে জানান বিএসইসির উপ-পরিচালক ও মেলা কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ জোবায়ের উদ্দিন ভূঁইয়া।

http://www.arthosuchak.com/archives/313382

9	ঢাকা ইন্স্যুরেন্সে সরকারি শেয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি!	Daily Stockbangladesh

বেসরকারি বীমা কোম্পানি ঢাকা ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার কিনেছে সরকার? শেয়ারবাজার বিষয়ে একটু জানাশোনা আছে, এমন অনেকেই এ তথ্যকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন। দেওয়াটাই স্বাভাবিক।

কেননা, তারা জানেন, বেসরকারি খাতের কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে না সরকার। তবে দেশের দুই স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসই ও সিএসইর ওয়েবসাইটে যখন এ তথ্য প্রকাশ করা হয়, ঢাকা ইন্স্যুরেন্সে সরকারের দেড় শতাংশ শেয়ার আছে, তখন তা আমলে না নিয়ে উপায় কী!

প্রতি মাসের শেষে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মোট শেয়ারের মধ্যে উদ্যোক্তা ও পরিচালক, সরকার, বিদেশি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ বিনিয়োগকারী ক্যাটাগরিতে শেয়ার ধারণের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়।

ডিএসইর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা চিত্র

নভেম্বর মাসের শেয়ার ধারণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা ইন্স্যুরেন্সে সরকারে শেয়ার ১ দশমিক ৪৬ শতাংশ। অক্টোবরে এ হার ছিল শূন্য দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। আগস্টে সরকারের কোনো শেয়ার ছিল না।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, বীমা কোম্পানিটিতে উদ্যোক্তা ও পরিচালকরা সম্মিলিতভাবে ৫২ দশমিক ৯৭ শতাংশ শেয়ার ধারণ করছেন। প্রাতিষ্ঠাতিক বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ, বিদেশি বিনিয়োগ শূন্য দশমিক ১৯ শতাংশ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অংশ ৩১ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

জানতে চাইলে ডিএসইর উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, ঢাকা ইন্স্যুরেন্স থেকে পাওয়া তথ্যই প্রকাশ করেছেন তারা। একই বক্তব্য সিএসইর।

ছবি: সংগৃহিত

জানতে চাইলে ঢাকা ইন্স্যুরেন্সের কোম্পানি সচিব সুশান্ত কুমার পাল নিশ্চিত করেন, তাদের দেওয়া তথ্যে ভুল নেই। তার মতে, সরকার আইসিবির মাধ্যমে তাদের শেয়ার কিনেছে। আইসিবি সরকারের প্রতিষ্ঠান। তাই এটি সরকারের শেয়ার হিসেবে ধরা হয়েছে।

আইসিবি তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে তা কখনও সরকারের শেয়ার হিসেবে দেখানো হয় না।

আইসিবির এমডি মোহাম্মদ ইফতেখার-উজ-জামান বলেন, তালিকাভুক্ত প্রায় সব কোম্পানিতেই আইসিবির বিনিয়োগ আছে কিন্তু ওই বিনিয়োগ সরকারের নয়। এটি ঢাকা ইন্স্যুরেন্সের ভুল।

http://www.dailystockbangladesh.com/58135-2

10	তালিকাভুক্তিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে চাপ দেওয়া হবে: অর্থমন্ত্রী	sharenews24.com

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতার স্বার্থে আগামী দিনে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তালিকাভুক্তির জন্য চাপ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। রোববার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের ফলক উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় অর্থমন্ত্রী বলেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের পুঁজিবাজার শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে। তিনি জানান, কার্যক্রম শুরুর পর থেকে বেশকিছু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে আমাদের দেশের পুঁজিবাজার। বিশেষ করে ১৯৯৬ সাল এবং ২০১০ সালে আমাদের সরকারের আমলে দুইটি বড় ধসের ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরও বলেন, ২০১০ সালে ধসের পর এর কারণ খতিয়ে দেখতে কাজ শুরু করি আমরা। পুঁজিবাজারের ইতিহাসে প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসেবে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে গিয়ে বৈঠক করি আমি। বৈঠকে আমার প্রথম প্রস্তাব ছিল, ব্যবস্থাপনা থেকে মালিকানা পৃথক করা। ওই সময় অনেকেই এতে বাধা দেয়। পরবর্তীতে সবার সহযোগিতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমরা কাজটি শেষ করি। ফলে আজকে বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিন্তে বাজারে আসছেন।

মুহিত বলেন, বিনিয়োগ চাঙ্গা রাখতে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে পুঁজিবাজার। এখানে ব্যাংকের ভূমিকাও কম নয়। উন্নত দেশে ব্যাংক সব সময়ই স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদের বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তারা পুঁজিবাজারের দিকে ধাবিত হয়। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পুঁজিবাজারের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে আমাদের সরকার। পুঁজিবাজারের উন্নয়নে কাজ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশের পুঁজিবাজার শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে অর্থমন্ত্রী বলেন, এক সময় বিনিয়োগকারী ও ব্রোকারদের আলাদা করা খুব কঠিন ছিল। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জের বর্তমান কমিশনের নেতৃত্বে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে সেটি আলাদা করতে সক্ষম হয়েছি।

বহুজাতিক কোম্পানির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করতে হলে কোম্পানিগুলোকে সে দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে হয়। আমাদের অর্থনীতির অবস্থা বিবেচনা করে কোনো কোম্পানিকে আমরা চাপ সৃষ্টি করিনি। আগামী দিনে পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতার স্বার্থে এতে তালিকাভুক্তির জন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে চাপ দেওয়া হবে।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলক উন্মোচনের পর দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন তিনি। একই সময়ে দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ঢাকার শেরেবাংলা নগরে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ০.৩৩ একর জমিতে 'সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন' নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর শেখ হাসিনা এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

নকশা অনুযায়ী, ১০ তলা এ ভবনের মোট আয়তন ৮৯ হাজার ২৫০ বর্গফুট। বিএসইসির নিজস্ব অফিস ছাড়াও এ ভবনে আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হল, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারের এজলাস, লাইব্রেরি, ডে-কেয়ার সেন্টার ও ক্যান্টিন থাকবে। মতিঝিলের পুরনো অফিস থেকে ধাপে ধাপে কমিশনের সব কার্যক্রমই নতুন ভবনে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

http://sharenews24.com/index.php?page=details&nc=1&news_id=2730

11	জিডিপির ৫০ শতাংশ অবদান রাখবে পুঁজিবাজার: মাজেদুর রহমান	sharenews24.com

আগামী তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার জিডিপির ৫০ শতাংশ অবদান রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ঢাকা স্টক এক্সেচেঞ্জের (ডিএসই) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে.এম মাজেদুর রহমান। রোববার ডিএসই'র প্রধান কার্যালয়ে সরকারের উন্নয়ন মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সরকারের গৃহীত উদ্যোগ গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত মেলা আজ সোমবার থেকে শুরু হবে। পুঁজিবাজারকে সাধারণ জনগনের দোড়গোড়ায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে দেশের ২৮টি জেলায় অনুষ্ঠেয় মেলায় অংশ নিচ্ছে বিএসইসি।

জানা গেছে, সরকারের উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম জনগণের কাছে তুলে ধরতে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠেয় এই মেলায় বিএসইসির পক্ষ থেকে সব প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে । সোমবার শুরু হওয়া এই উন্নয়ন মেলা চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। যেখানে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউজ আছে, সেখানকার জেলাগুলোকে প্রথম পর্যায়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের জেলাগুলো হলো- ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার, কুমিল্লা, বগুড়া ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, নওগাঁ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুষ্টিয়া, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, ফেনী, যশোর, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মেলায় পুঁজিবাজার নিয়ে সরকারের গৃহীত ও বাস্তবায়িত পদক্ষেপ অর্থাৎ পুঁজিবাজারের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা তুলে ধরা হবে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। মেলা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড ওই কমিটি পরিচালনা করবে। ২৮টি জেলার এই মেলার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে রয়েছেন বিএসইসির মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. সাইফুর রহমান।

সমন্বয় কমিটির সদস্যরা মনে করছেন, ৩ দিনের এ মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিবাজার সম্পর্কে সচেতনতা, বিনিয়োগে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাজার সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমান, অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিজ এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রতিনিধি আসাদুল ইসলাম রিপন, ডিবিএ'র প্রেসিডেন্ট আহমেদ রশিদ লালী, বিএমবিএ'র প্রেসিডেন্ট সায়েদুর রহমান, বিএসইসি'র উপ-পরিচালক এবং উন্নয়ন মেলার সেক্রেটারী জুবায়ের উদ্দিন ভূঁইয়া, সিএসই'র উপ-মহাব্যবস্থাপক গোলাম ফারুক এবং সিডিবিএলের প্রতিনিধি রকিবুল ইসলাম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

http://sharenews24.com/index.php?page=details&nc=1&news_id=2731

12	Economy to stay stable	The Dailystar

Standard Chartered yesterday attached a relatively stable outlook to Bangladesh for 2017, saying the country is positioned to be one of the fastest growing Asian economies in the year amid a volatile global scenario.

The Asia-focused British lender said it thinks the global economic landscape this year will be very different from that in the previous years.

The US economy's potential reflation -- which is a fiscal or monetary policy designed to expand a country's output and curb the effects of deflation -- is fuelling optimism, but this is overdone as tightening financial conditions may stunt growth before fiscal stimulus takes root.

Tighter conditions are also likely to unleash further volatility, leading to re-pricing of risk in many emerging markets.

"2017 is shaping up to be an exciting but volatile year. In this context, the outlook for Bangladesh is relatively stable," Standard Chartered said in its year-end commentary.

However, the bank expects Bangladesh's gross domestic product growth to slow down to 6.8 percent in the current fiscal year from 7.1 percent a year earlier, owing to the fading impact on consumption of public sector wage hikes, and a decline in remittance inflow.

The government's target of GDP growth for the current year is 7.2 percent.

Standard Chartered sees greater risks to both consumption and external sector in 2017, two important growth determinants.

Consumption is likely to decline in 2017 on the implementation of a uniform VAT rate (effectively raising tax rates) and slower exports.

Risks to the external sector include weaker-than-expected global trade and tightening global financial conditions.

Trade with the UK, Bangladesh's biggest export market after the US and Germany, may suffer due to the medium-term impact of Brexit and 20 percent appreciation of the taka against the British pound in the past year.

The bank said public investment is likely to propel growth this year, climbing steadily as Bangladesh seeks to address its infrastructure deficit.

Public investment increased 15 percent annually in the past five years, with a focus on infrastructure projects.

To meet infrastructure development needs, the seventh Five-Year Plan envisages a financing requirement of about $410 billion -- twice the size of Bangladesh's GDP.

Standard Chartered said the progress in easing investment constraints has been slow, but there have been some positive developments in the past year.

Padma bridge progress is broadly on track, it said, adding that the recent completion of two critical road projects -- Dhaka-Chittagong and Dhaka-Mymensingh highways -- could potentially reduce travel time and transport costs, boosting productivity and trade.

The government has increased its annual development spending target to $14 billion in fiscal 2016-17, with the transport and energy sectors receiving the bulk of the allocation.

The bank expects no change to policy rates in fiscal 2016-17 as inflation remains close to Bangladesh Bank's target and growth is expected to hold up well.

The bank forecasts average inflation in fiscal 2016-17 to be 5.7 percent, marginally lower than BB's target, on lower commodity prices and tight monetary policy.

On the foreign exchange front, fundamental drivers of the taka still argue for an adjustment higher in dollar-taka rate in the coming years.

The currency is overvalued on a real effective exchange rate basis, inward remittances are slowing, trade deficit is likely to widen and Bangladesh's exports are losing competitiveness, Standard Chartered said.

However, given the continued balance of payments surplus, the adjustment is likely to be slower than previously thought, it said.

“As such, we adjust our dollar-taka forecasts slightly lower. We now forecast dollar-taka at 80 by end-2017.”

http://www.thedailystar.net/business/banking/economy-stay-stable-1342393

Disclaimers:

All news of the webpage is collected from different daily newspapers of Bangladesh & presented for information purposes only. We can't guarantee the accuracy of the information contained. SJIBSL will not be responsible for any consequences that might arise from the use of the information available on this website. If you encounter questionable material in sites to which we have linked, please email us and we will consider removing the link.